সংবাদ

তারিখ ... 27 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ২ ...

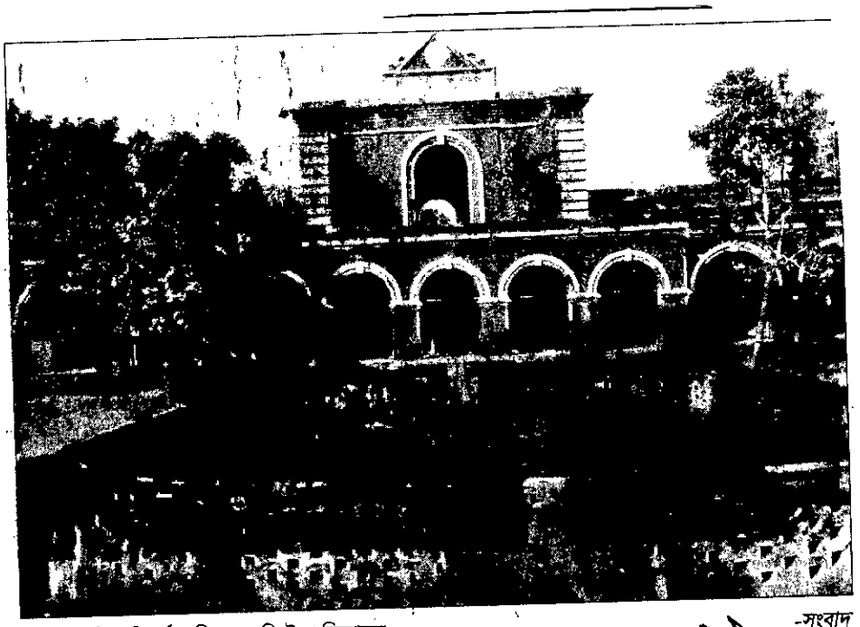

নীলফামারী : নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় -সংবাদ

নীলফামারী সর. উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষক শূন্যতায় ম্লান হচ্ছে দেড়শ' বছরের ঐতিহ্য

প্রতিনিধি, নীলফামারী

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় চরম শিক্ষক শূন্যতায় পড়েছে। এতে সহস্রাধীক শিক্ষার্থীর ব্যহত হচ্ছে পাঠদান। শিক্ষকের শুন্য পদ পূরণে বারবার দাবি জানানো হলেও অদৃশ্য কারণে তা বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার বিগত ১৮৮২ সালে ভারতবর্ষের পুর্বাংশে নীলফামারীতে হাই ইংলিশ স্কুল নামে একটি বিদ্যাপীট প্রতিষ্ঠা করে। এ বিদ্যাপীটটি শুধু লেখাপড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতাও চলতো সমান তালে। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সব ক্ষেত্রেই তার সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছে।

দীর্ঘ ৮৬ বছর পর ব্রিটিশ সরকার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীটটিকে বিগত ১৯৬৮ সালে জাতীয়করণ করা হয়। এ সময় প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মহর্ষী শিক্ষক আছির উদ্দীন আহমেদ। বিদ্যাপীটের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

বর্তমানে এক হাজার ১৮৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মিত উপস্থিতি ৯৫০ জন। এসব শিক্ষার্থীর পাঠদান সচল রাখতে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকসহ সহকারী শিক্ষকের ৫০টি পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষকের দুটি, শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকের একটি, কৃষি শিক্ষক একটি, বাণিজ্য একটি, ইংরেজি শিক্ষক তিনটি, বাংলা শিক্ষক তিনজনসহ ১৪টি পদশূন্য। এছাড়াও করনিক চারটি পদ, পিয়নের ছয়টি পদও দীর্ঘদিন থেকে শুন্য আছে। বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অভিভাবক সমাবেশ, পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে নেই অডিটরিয়াম। এই অডিটরিয়াম না থাকায় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি অনেকটাই অপূর্ণ রয়ে গেছে। প্রধান শিক্ষক আবু নুর মো. আনিসুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, শিক্ষকসহ বিভিন্ন শূন্য পদ পূরণে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এসব পদ পূরণ করা হয়নি। এতে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকরা পাঠদানে হিমসিম খাচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যহত হচ্ছে।